দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 27 MAY ২০১০ ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৩ ...

ছাত্রলীগের কমিটিতে শিবির-ছাত্রদল

গোয়েন্দা রিপোর্টে ভয়াবহ চিত্র

■ আবুল খায়ের

ছাত্রলীগের কেন্দ্র থেকে উপজেলা পর্যন্ত বিভিন্ন কমিটিতে ছাত্রদল, শিবির ও হিযবুত তাহরীরসহ নিষিদ্ধ ঘোষিত জঙ্গি সংগঠনের সদস্যরা স্থান পেয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, এসব কমিটিতে ত্যাগী নেতা-কর্মীরা কোণঠাসা। ছাত্রদল, শিবির ও জঙ্গি সংগঠন থেকে আসা নেতা-কর্মীদেরই দাপট বেশি এবং তারাই মূলত: টেন্ডারবাজি, চাঁদাবাজি, মাদক ব্যবসাসহ নানা অপরাধে জড়িত।

এই সকল নেতাকর্মীর ছাত্রলীগের কমিটিতে আসার নেপথ্যে রয়েছে আওয়ামী লীগকে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জনপ্রিয়তা হ্রাস করা, সরকারকে বেকায়দায় ফেলা ও যুদ্ধাপরাধীদের বিচার ব্যাহত করার গভীর ষড়যন্ত্র। স্বাধীনতা বিরোধী একটি রাজনৈতিক দল ছাত্রলীগের মধ্যে শিবির, ছাত্রদল ক্যাডার ও জঙ্গি সমর্থিতদের ঢুকিয়ে দেয়ার জন্য কোটি কোটি টাকা ব্যয় করেছে। এই কোটি কোটি টাকার বাণিজ্যে আওয়ামী লীগের এক শ্রেণীর নেতারাও জড়িত।

সম্প্রতি একটি গোয়েন্দা সংস্থা দেশব্যাপী ছাত্রলীগের বেপরোয়া টেন্ডারবাজি, সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি ও হাইকমান্ডের নির্দেশ উপেক্ষা করার বিষয়ে অনুসন্ধান চালায়। গোয়েন্দা সংস্থাটি ছাত্রলীগের বিভিন্ন পর্যায়ের কমিটিতে কারা, কি অবস্থায় নেতৃত্বে এসেছে এবং কোন নেতার হস্তক্ষেপে কমিটিতে নেতা হওয়ার সুযোগ পেয়েছে– এই নিয়ে বিস্তারিত তথ্য ও প্রমাণ সংগ্রহ করে। গোয়েন্দা সংস্থার কর্মকর্তারা জানান, অতীতে ছাত্রলীগের নেতৃত্বে ছিল মেধাবী ছাত্র-ছাত্রী। বর্তমানে শিবির, ছাত্রদল ক্যাডার ও জঙ্গি সমর্থিতদের সংখ্যাই বেশি থাকার বিষয়টি নিয়ে ব্যাপক অনুসন্ধান চালানো হয়। অনুসন্ধানে দেখা গেছে, কোটি কোটি টাকার লেনদেনের মাধ্যমে আওয়ামী লীগের রাজনীতি ও আদর্শ ধ্বংস করার জন্য শিবির, ছাত্রদল ও

এরপর পৃষ্ঠা ২, কলাম ৩

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ছাত্রলীগের কমিটিতে

জঙ্গি সমর্থিত নেতা-কর্মীদের ছাত্রলীগের কমিটিতে নেতৃত্ব দেয়ার সুযোগ করে দেয়া হয়েছে। ছাত্রলীগের ব্যানারে সরকার বিরোধী কার্যক্রম চালানো এবং টেন্ডারবাজি, চাঁদাবাজি ও দখলবাজি করে কোটি কোটি টাকার বাণিজ্য করাই এসব নেতা-কর্মীর মূল উদ্দেশ্য। এসব বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য উল্লেখ করে একটি প্রতিবেদন ইতিমধ্যে গোয়েন্দা সংস্থা হাইকমান্ডের কাছে হস্তান্তর করেছে।

সূত্র জানায়, চারদলীয় জোট সরকারের আমলে মুক্তিযোদ্ধা কোটায় জাল সনদ নিয়ে রাজাকার, জামায়াত, শিবির, জঙ্গি ও স্বাধীনতা বিরোধী চক্রের সন্তানরা আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীসহ বিভিন্ন ক্যাডার সার্ভিসে যোগদান করেছে। তাদের চারদলীয় জোট সরকারের আমলে প্রকাশিত গেজেটে মুক্তিযোদ্ধার তালিকায় নাম নেই। বর্তমান সরকারের আমলে এসে এই সকল জাল জালিয়াতি ঘটনা বিভিন্ন সংস্থার অনুসন্ধান এবং স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধা সংসদের আবেদনে ধরা পড়ছে। জাল মুক্তিযোদ্ধা সনদে নিয়োজিত কর্মকর্তারা নানাভাবে সরকার বিরোধী কার্যক্রম চালাচ্ছে। মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক মন্ত্রণালয় ঐ সকল জাল সনদ নিয়ে মুক্তিযোদ্ধার কোটায় চাকরি বাগিয়ে নেয়া জামায়াত, শিবির, রাজাকার, জঙ্গি ও স্বাধীনতা বিরোধী চক্রের সন্তানদের সনাক্ত করতে কঠোর ব্যবস্থা নিয়েছে। কয়েকটি গোয়েন্দা সংস্থা এই বিষয়ে সহযোগিতা করে যাচ্ছে। এদিকে ছাত্রলীগের কমিটিতে শিবির, ছাত্রদল ও জঙ্গি সমর্থিত নেতা-কর্মীরা জাল মুক্তিযোদ্ধা সনদে নিয়োজিত সরকারি কর্মকর্তাদের রক্ষায় কোটি কোটি টাকার বাণিজ্য শুরু করেছে। ছাত্রলীগের ব্যানারে নেতা সেজে প্রতিদিন মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে বিভিন্ন কর্মকর্তার নিকট নানাভাবে তদ্বির করছে। এই সকল নেতার তদ্বিরে মন্ত্রণালয়ের শীর্ষ কর্মকর্তারা এখন বিপাকে। রাজাকার, জামায়াত, শিবির ও স্বাধীনতা বিরোধী কর্মকর্তাদের পক্ষে কিভাবে ছাত্রলীগের নেতারা তদ্বির করে–এ নিয়ে শীর্ষ কর্মকর্তারা বিব্রতকর অবস্থায় পড়ছেন। বিষয়টি হাইকমান্ডও জানেন। একজন শীর্ষ কর্মকর্তা এর সত্যতা স্বীকার করে বলেছেন, মুক্তিযোদ্ধা মন্ত্রণালয়ে জামায়াত, শিবির, রাজাকার ও স্বাধীনতা বিরোধী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সংখ্যাও কম নয়। এ কর্মকর্তা-কর্মচারীরা জাল সনদকে আসল মুক্তিযোদ্ধা সনদ করার বাণিজ্য নিয়ে ব্যস্ত।

অন্যদিকে গোয়েন্দা সূত্র জানায়, জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০০৬ সালের ছাত্রদলের কমিটির ৩৪ নম্বরে থাকাসহ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক বর্তমানে ছাত্রলীগের একই বিশ্ববিদ্যালয় শাখার ক্ষমতাধর নেতা। ছাত্রলীগের ব্যানারে এই নেতার নেতৃত্বে জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ের আশেপাশে চলে টেন্ডার বাণিজ্যসহ নানা অপরাধের ঘটনা। ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির এক নেতার ভাই কুমিল্লা চৌদ্দগ্রাম উপজেলার জামায়াতের আমীর। এ ছাত্রলীগ নেতা এক সময় ঐ উপজেলার জামায়াতের সংসদ সদস্যের ক্যাডার ছিল বলে গোয়েন্দা রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়। অথচ ছাত্রলীগের এই নেতা ব্যবহার করেন বিলাস-বহুল গাড়ী। ইতিমধ্যে উত্তরাঞ্চলের একটি জেলায় ছাত্রলীগের কমিটির সাধারণ সম্পাদক পদে ১৪ লাখ টাকার বিনিময়ে এক ক্যাডারকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। স্থানীয় সংসদ সদস্য এই বাণিজ্যের সঙ্গে জড়িত ছিলেন বলে গোয়েন্দা সংস্থা তথ্য পেয়েছে। এছাড়া ছাত্রলীগের কমিটিতে আরও বেশ কয়েকজন শিবির ও ছাত্রদল ক্যাডার এবং মাদকাসক্ত সম্পর্কে গোয়েন্দা প্রতিবেদনে বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে।

গোয়েন্দা কর্মকর্তারা বলেন, সময় থাকতে বিরোধী দল মাঠে নামার আগে বিতর্কিত শিবির, ছাত্রদল ও মাদকাসক্তদের বাদ দিয়ে মেধাবী ছাত্র ও ত্যাগী নেতা-কর্মীদের সমন্বয়ে ছাত্রলীগের বিভিন্ন কমিটি পুনর্গঠন করা জরুরি। বর্তমান ছাত্রলীগের এসব কমিটি সরকারের জন্য 'অশনি সংকেত' বলে গোয়েন্দা কর্মকর্তারা অভিমত ব্যক্ত করেন।

প্রসঙ্গত, সম্প্রতি আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও এলজিআরডি মন্ত্রী সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম ছাত্রলীগের বর্তমান কর্মকাণ্ড নিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে বলেছিলেন, ছাত্রলীগে শিবির ও ছাত্রদল নামধারী বেশ কিছু ক্যাডার ঢুকে পড়েছে এবং তারাই টেন্ডারবাজিসহ নানা কর্মকাণ্ড ঘটিয়ে অস্থিতিশীল পরিবেশ সৃষ্টি করছে।

উল্লেখ্য, ২০০৬ সালের ৪ এপ্রিল সম্মেলনের মাধ্যমে মাহমুদ হাসান রিপনকে সভাপতি ও মাহফুজুল হায়দার চৌধুরী রোটনকে সাধারণ সম্পাদক করে ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করা হয়।